কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ

কার্য প্রতিবেদন

জানুয়ারি ২০২০ - ডিসেম্বর ২০২০

COM
COUNCIL OF MINORITIES

১/৭, ব্লক-এফ, ১/৭, আজিজ মহল্লা, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল নং : ০১৯১১-৪৭৯০৭৩
ই-মেইল: ***info@com-bd.org*** , ওয়েব: ***www.com-bd.org***

কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ

কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ বাংলাদেশের বিভিনড়্ব সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে কর্মরত একটি মানবাধিকার সংগঠন। এটি ২০১৩ সাল থেকে দেশের বিভিনড়্ব জেলায় ছড়িয়ে থাকা ক্যাম্পে অবস্থিত উর্দূভাষী জনগোষ্ঠীর মেলিক মানবাধিকার সুরক্ষার কাজ করছে। সংগঠনটি আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিনড়্ব স্থানের ক্যাম্পবাসীদের জন্মসনদ, মৃত্যুসনদ, পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র, ট্রেড লাইসেন্স, কমিশনার সার্টিফিকেট, ব্যাংক একাউন্ট ও থানায় সাধাণ ডায়েরি ইত্যাদি বিষয়ে সেচতনতা সৃষ্টি ও সেবাসমূহ পেতে জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করে আসছে।

এছাড়াও, প্রতি বছর সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করে আসছে। সংখ্যালঘু যুব সম্প্রদায়কে মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষে কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ প্রতি বছর যুব সামিটেরও আয়োজন করে থাকে।

কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ' একটি মানবাধিকার সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ও স্বদেশীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হয়। বাংলাদেশে আধিবাসি সম্প্রদায়, ধর্মীয় সম্প্রদায়, জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সহ মোট ২৫টি উপজাতি বাংলাদেশে থাকে এবং বাংলাদেশ জাতিগত রাষ্ট্র নয় । সংখ্যগরিষ্ঠতার দিক থেকে বাংলাদেশ একটি মুসলিম ও বাঙ্গালী জাতির দেশ, যেখানে অন্যান্য ধর্মীয় ও অবাঙ্গালীরা সর্বদা বাংলদেশে একটু চাপের মধ্যে থাকে।

সঠিক নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচি ব্যতীত বাংলাদেশে সংখ্যালঘু অধিকারগুলির সামগ্রিক বিকাশে কোনও ইতিবাচক পরিবর্তন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

ভিশন

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার, তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভাষা সংরক্ষণ, শিক্ষা ও দক্ষতার বিকাশ শক্তিশালীকরণ এবং নারী ও আইনী ক্ষমতায়ন প্রচারের জন্য মানবাধিকার প্রবর্তন।

মিশন

একটি শান্তিপূর্ণ, দারিদ্র্য এবং সহিংসতা মুক্ত বিশ্ব যেখানে বিশেষ করে সংখ্যালঘু, ক্ষমতাহীন ও প্রান্তিক, মর্যাদা ও আশা সহকারে বেঁচে থাকতে সমান সুযোগ পাবে।

সম্পাদিত কার্যাবলি

১ লা জানুয়ারি ২০২০ হতে চলমান	কোভিড-১৯ ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচী
১ লা জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত	নাগরিক উদ্যোগ ও কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ-এর অংশীদারীত্ব প্রকল্প: বাংলাদেশের ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
কোভিড-১৯ সচেতনতা মিটিং-২০২০	কোভিড-১৯ সচেতনতা মিটিং-২০২০
নভেম্বর - ২০২০	আল-ফালাহ বাংলাদেশ ও কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ-এর অংশীদারীত্ব প্রকল্প প্রকল্প: Community-Led Development of Urdu-Speaking 'Bihari' Camps

কোভিড-১৯ ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচী

প্রায় ৩ লাখ ক্যাম্প ভিত্তিক বিহারী উর্দুভাষী বাংলাদেশি বাংলাদেশে ১১৬ টি ক্যাম্পে বসবাস করছে। ২০০৩ এবং ২০০৮ হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী তারা বাংলাদেশী নাগরিক। বর্তমানে তারা দৈনন্দিন সংগ্রামে তাদের জীবন পার করছে কারণ তারা বেশিরভাগই নরসুন্দর, কসাই, রিক্সা চালক, ভ্যান চালক এবং হস্তশিল্পের কর্মীদের মতো অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। দেশে কোভিড -১৯ এর প্রভাব এবং লকডাউনের পর ক্যাম্পবাসীরা কাজের জন্য বাইরে যেতে পারছে না এবং তাদের পরিবারের জন্য ৩ বেলার খাবার সংরক্ষণ করতে পারছে না। দিন দিন ক্যাম্পবাসীর অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে এবং তারা দুই খাবার ছাড়া তাদের জীবন পার করছে। এমনকি অধিকাংশ ক্যাম্পবাসী দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে এবং একটি পরিবারে ৩ থেকে ৪ টি বাচ্চা রয়েছে। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে টিকে থাকার জন্য এখন তাদের খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন। তাই কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ তাদের জন্য ত্রাণ সামগ্রীর ব্যবস্থা করে। ত্রাণ সামগ্রী হিসেবে এলাকা ভিত্তিক চাল, ডাল, তেল, আলু, পেয়াজ, চিনি, সাবান, মাস্ক প্রভৃতি বিতরণ করা হয়।

স্থান	উপকারভোগী পরিবার
মোহাম্মদপুর	১,২৬০ টি পরিবার
মিরপুর	৮০০ টি পরিবার
সৈয়দপুর	৯৬০ টি পরিবার
চট্টগ্রাম	৩৪০ টি পরিবার
ময়মনসিংহ	৪৮০ টি পরিবার
খুলনা	৩৭০ টি পরিবার
আদমজী	৫২০ টি পরিবার
বগুড়া	৪৪০ টি পরিবার
মোট	৫,১৭০ টি পরিবার

কোভিড-১৯ ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচী

নাগরিক উদ্যোগ ও কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ-এর অংশীদারীত্ব প্রকল্প

প্রকল্পের নাম
বাংলাদেশের ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

প্রকল্পের মেয়াদকাল
জুন' ২০২০ - মে' ২০২১
ও জুন ২০২১ হতে মে ২০২২ চলমান

কর্ম এলাকা
ঢাকা (মোহাম্মদপুর ও মিরপুর), চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সৈয়দপুর, খুলনা

কার্যক্রমসমূহ

- নাগরিক সনদ যেমন;- জন্ম সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, কমিশনার সার্টিফিকেট, মৃত্যু সনদ ইত্যাদি তৈরীতে সহায়তা।
- সামাজিক সেবা যমন;- ব্যাংক হিসাব, শিক্ষায় সহযোগিতা, স্বাস্থ্য সেবা, ট্রেড লাইসেন্স, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি তৈরীতে সহায়তা।
- নাগরিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দৈনিক আউটরিচ।
- প্যারালিগ্যাল কর্তৃক উপকারভোগীদের ফলো-আপ।
- দলীয় সভা মাধ্যমে নাগরিকত্ব এবং সামাজিক সেবা ও অধিকার সম্পর্কিত সচেতনা সৃষ্টি।
- ওর্য়াকশপের মাধ্যমে হাতে-কলমে নাগরিকত্ব ও সামাজিক সনদ তৈরীর প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
- ডক্যুমেন্টরি ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব এবং সামাজিক সেবা ও অধিকার সম্পর্কিত সচেতনা সৃষ্টি।

প্রকল্পের লক্ষ্য

উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে নাগরিক অধিকার, সুনাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য, জাতীয় পরিচয়পত্রের উপকারিতা ও ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।

উদ্দেশ্যসমূহ

উদ্দেশ্য ১ : বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাসকারী ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর যুবক-যুবতীর মধ্যে প্যারালিগ্যাল গঠনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে নাগরিক অধিকার এবং সুনাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা।

উদ্দেশ্য ২ : প্যারালিগ্যাল কার্যক্রমের মাধ্যমে ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় পরিচয়পত্রের গুরুত্ব, উপকারিতা ও ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা।

সুবিধাভোগী
বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাসকারী উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী

প্রকল্পের কার্যবিবরণী

এই প্রকল্পে বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাসকারী ১৪ জন উর্দুভাষী যুবক-যুবতীদেরকে ৩ দিনের বেসিক প্যারালিগাল ট্রেনিং প্রদান করা হয় । উক্ত ট্রেনিং-এ মানবাধিকার ও সু-নাগরিকের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য প্যারালিগালদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । এর সাথে সাথে সিভিল ডকুমেন্টস্ যথাক্রমে জন্ম সনদ, কমিশনার সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট, ট্রেড লাইসেন্স ও জাতীয় পরিচয়পত্র সম্পর্কিত আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হল ক্যাম্পবাসীর মধ্যে উক্ত বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা । এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫টি জেলা শহরে যথাক্রমে মোহাম্মদপুর, মিরপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম এবং সৈয়দপুরের ক্যাম্পগুলোতে ১৪ জন প্যারালিগাল কাজ করছেন ।

মূল তথ্য এবং পরিসংখ্যান- জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০

মোট সম্পাদিত কার্য - ২,৫৭৩ জনকে সেবা প্রদান

১,০৯৬	১৪০	১৯৭	১৭	১১	৩৬	৭	৮০	২১৬	৭৪	৪৫	৪	১২
জন্ম সনদ	কমিশনার সার্টিফিকেট	জাতীয় পরিচয়পত্র	পাসপোর্ট	ট্রেড লাইসেন্স	ব্যাংক হিসাব	মৃত্যু সনদ	সাধারণ ডায়েরী	সাস্থ্য সেবা	শিক্ষায় সহযোগিতা	বয়স্ক ভাতা	প্রতিবন্ধী ভাতা	রেশন কার্ড

জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সম্পাদিত নাগরিক কার্যাবলী কার্যাবলি

এলাকা	জন্ম সনদ		কমিশনার সার্টিফিকেট	জাতীয় পরিচয়পত্র		পাসপোর্ট		জি ডি	মৃত্যু সনদ	মোট
	অনুর্ধে ১৪	উর্ধে ১৪		নতুন	সংশোধন	নতুন	সংশোধন			
মোহাম্মদপুর	৪৮৭	২৭৭	৯	৩৪	১১	৩	০	৭	১	৮২৯
মিরপুর	৩৩৯	২০০	১৭	৯১	৩৭	৬	৫	৪৩	১	৭৩৯
সৈয়দপুর	১০৭	৫৮	২২	১	০	০	০	২৫	১	২১৪
চট্রগ্রাম	১০৫	৫৯	৪০	১৩	১০	১	০	০	৪	২৩২
ময়মনসিংহ	২৬	১৪	২২	০	০	০	০	৪	০	৬৬
খুলনা	৩২	২০	৩০	০	০	২	০	১	০	৮৫
মোট	১০৯৬	৬২৮	১৪০	১৩৯	৫৮	১২	৫	৮০	৭	২১৬৫

জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সম্পাদিত সামাজিক কার্যাবলী কার্যাবলি

এলাকা	ট্রেড লাইসেন্স		ব্যাংক হিসাব	সাস্থ্য সেবা	শিক্ষায় সহযোগিতা	ওয়ারিশ সার্টিফিকেট	রেশন কার্ড	বয়স্ক ভাতা	প্রতিবন্ধী ভাতা	মোট
	নতুন	সংশোধন								
মোহাম্মদপুর	০	০	১১	৪৪	০	০	-	৪৩	২	১০০
মিরপুর	৩	০	৩	৪০	৫	২	-	০	০	৫৩
সৈয়দপুর	০	০	৮	১৮	৩	৪	-	০	০	৩৩
চট্টগ্রাম	০	০	২	১৯	৪১	২	-	০	০	৬৪
ময়মনসিংহ	৪	৪	০	০	১০	৩	১১	০	০	৩২
খুলনা	০	০	১২	৯৫	১৫	০	-	২	২	১২৬
মোট	৭	৪	৩৬	২১৬	৭৪	১১	২	৪৫	৪	৪০৮

জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যাবলি

প্যারালিগ্যালগণ বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাসরত উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের জন্ম ও মৃত্যুর সনদপত্র, কাউন্সিলর সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, ট্রেড লাইসেন্স, থানায় সাধারণ ডায়েরি, ব্যাংক হিসাব খোলা, স্বাস্থ্য সেবায় সহায়তা, শিক্ষায় সহায়তা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, ওয়ারিস সনদপত্র, রেশন কার্ডের মতো নাগরিক ও সামাজিক দলিল অর্জনে ক্যাম্পবাসিদের সহায়তা করছে ও উক্তসনদ গুলো কিভাবে পেতে হবে সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকে।

দলীয় সভা

ঢাকার - (মোহাম্মদপুর ও মিরপুর),খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম এবং সৈয়দপুরের কর্ম এলাকায় উক্ত প্রকল্পের এক বছরের মধ্যে মোট ৫০৪ টি দলীয় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় মোট ৭,৫৬৫ জন ক্যাম্পবাসী অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে পুরুষ ৫ জন, নারী ৫,৫৯৪ জন, বালক ২৮৪ জন ও বালিকা ১,৬৮২ জন । সভায় নাগরিকের অধিকার ও সুনাগরিকের দায়িত্ব্য কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়, কমিশনার সার্টিফিকেট,জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, বাল্য বিবাহ।সাধারণ আইন যেমন: জিডি, দেওয়ানী মামলা, ফৌজদারী মামলা, পুলিশ কেইস,পিটিশন কেইস এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের গুরুত্বও ইহার ব্যবহার সম্পর্কে ক্যাম্পবাসীদের অবহিত করা হয়।

স্থান	সংখ্যা	উপকারভোগী				
		পুরুষ	নারী	বালক	বালিকা	মোট
মোহাম্মদপুর	১০৮	০	১১৭৫	৪০	৪০৫	১৬২০
মিরপুর	১৪৪	০	১৭১১	৪৯	৪০০	২১৬০
সৈয়দপুর	৭২	৫	৭৭২	৪১	২৬৭	১০৮০
চট্টগ্রাম	১০৮	০	১১৫৬	৯৪	৩৭০	১৬২০
ময়মনসিংহ	৩৬	০	৩৮৮	৩৫	১১৭	৫৪০
খুলনা	৩৬	০	৩৯২	২৫	১২৩	৫৪০
মোট	৫০৪	৫	৫,৫৯৪	২৮৪	১,৬৮২	৭,৫৬৫

দলীয় সভায় অংশগ্রহণকারী ক্যাম্পবাসীদের মতামত ও প্রত্যাশা

ছয়টি কর্ম এলাকা যথাক্রমে ঢাকা(মোহাম্মদপুর ও মিরপুর), চট্টগ্রাম, খুলনা, সৈয়দপুর ও ময়মনসিংহে দলীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে প্যারালিগ্যালগণ ক্যাম্পবাসীদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রা উন্নয়নের জন্যে যে সকল বিষয়মূহ গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো সম্পর্কে মতামত ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন যা সার-সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলো-

- ক্যাম্পবাসীদের জন্যে পরিষ্কার খাবারের পানির ব্যবস্থা ।
- ক্যাম্পে যথাযথ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই। ভালো পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকলে রোগ জীবানু থেকে প্রতিকার পাওয়া যাবে।
- ক্যাম্পে বসবাসকারীদের জন্যে নির্দিষ্ট কোনো প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই ও সরকারী কোনো প্রকার সহায়তা ও নাই। সরকারের পক্ষ থেকে যদি কোনো প্রকার সহায়তা পাওয়া যেত শিক্ষা ক্ষেত্রে তাহলে অনেক সুবিধা হতো।
- স্বাস্থ্য খাতে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে কোনো কমিউনিটি ক্লিনিক নাই। ক্যাম্পবাসীদের জন্যে যদি কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থা করা যেতো তাহলে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে তারা সুচিকিৎসার সুযোগ পেয়ে উপকারিত হতো।
- কিছু অসাধু ব্যক্তিরা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার জন্যে মাদকসহ বিভিন্ন সমাজ বিরোধী কর্মকান্ড ক্যাম্পের অভ্যন্তরে চালিয়ে ক্যাম্পের সুনাম ক্ষুন্ন করে তাদের হাত থেকে ক্যাম্পবাসীদের রক্ষা করাও সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা।
- ভাষাগত কারণে সমাজের বিভিন্ন জায়গায় বৈষম্যের শিকার হতে হয়। সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার মাধ্যমে যদি এই বৈষম্য কমিয়ে আনা যায় তাহলে সমাজে ক্যাম্পে বসবাসকারীদের কেউ ক্ষীণ চোখে দেখবে না।
- ক্যাম্পবাসীদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা
- ক্যাম্পের অভ্যন্তরে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নত করা
- ক্যাম্পের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- ক্যাম্পের বেকার যুবকদের তাদের দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে চাকরির সুযোগ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া
- ক্যাম্পের বেকার যুবতী ও মহিলাদের জন্যে বিভিন্ন কারিগরি ও হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা
- ক্যাম্পবাসীদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা

ওয়ার্কশপ

ঢাকার - (মোহাম্মদপুর ও মিরপুর),খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম এবং সৈয়দপুরের কর্ম এলাকায় উক্ত প্রকল্পের একবছরের মধ্যে মোট ২৪ টি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। উক্ত ওয়ার্কশপে মোট ৪৮০ জন ক্যাম্পবাসী অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে নারী ২৪০ জন, বালক ৬৫ জন ও বালিকা ১৭৫ জন । ওয়ার্কশপে নাগরিকের অধিকার ও সুনাগরিকের দায়িত্ব্য কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়, কমিশনার সার্টিফিকেট,জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, বাল্য বিবাহ।সাধারণ আইন যেমন: জিডি, দেওয়ানী মামলা, ফৌজদারী মামলা, পুলিশ কেইস,পিটিশন কেইস এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের গুরুত্বও ইহার ব্যবহার সম্পর্কে ক্যাম্পবাসীদের অবহিত করা হয় এবং উক্ত দলিলসমূহ বানানোর সমস্ত প্রক্রিয়া তাদেরকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

স্থান	সংখ্যা	উপকারভোগী			
		নারী	বালক	বালিকা	মোট
মোহাম্মদপুর	৪	৪০	৯	৩১	৮০
মিরপুর	৪	৪০	৯	৩১	৮০
সৈয়দপুর	৪	৪০	১৩	২৭	৮০
চট্টগ্রাম	৪	৪০	১৩	২৭	৮০
ময়মনসিংহ	৪	৪০	১০	৩০	৮০
খুলনা	৪	৪০	১১	২৯	৮০
মোট	২৪	২৪০	৬৫	১৭৫	৪৮০

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহনকারীরা যে সকল বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে পারলো

- জন্মসনদ তৈরীর প্রক্রিয়া ও ইহার ব্যবহার।
- জাতীয় পরিচয়পত্র কিভাবে বানাতে হবে এবং ইহার গুরুত্ব ও কি কি কাজে ব্যবহার করা ।
- কমিশনার সার্টিফিকেট কেন, কিভাবে ও কোথায় থেকে বানাতে হবে ও ইহার ব্যবহার।
- পাসপোর্ট বানাতে কিভাবে আবেদন করতে হবে, প্রয়োজনীয় দলিলসহ পাসপোর্ট বানানোর সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারলো।
- ট্রেড লাইসেন্স ব্যবসার জন্যে কেন গুরুত্বপূর্ণ ও ইহা তৈরী করার প্রক্রিয়া।
- নিকটস্থ থানায় কোনো সমস্যার কারনে কিভাবে সাধারণ ডায়েরি করা হয় সে সম্পর্কে জানতে পারলো।
- দেওয়ানী মামলা, ফৌজদারী মামলা, পুলিশ কেইস, পিটিশন কেইস, বাল্য বিবাহ ও নারী অধিকার সম্পর্কে জানতে পারলো।
- নাগরিকের অধিকার ও সুনাগরিকের দায়িত্ব্য কর্তব্য সম্পর্কে অবগত হলো।

প্যারালিগ্যাল কর্তৃক ক্লাইন্ট ফলো-আপ

- প্রত্যেক প্যারালিগ্যাল মাসে ২ টি করে ক্লাইন্ট ফলো-আপ করে থাকেন। উক্ত ফলো-আপে ক্লাইন্ট প্রাপ্ত সনদ কি কাজে ব্যবহার করেছেন এবং কি উপকার পেয়েছেন সে সম্পর্কে ধারণা নেন। উক্ত সনদ পাওয়ার প্রক্রিয়া ক্লাইন্ট কতটুকু শিখতে পারলেন এবং প্রক্রিয়া শেখার পরে কাউকে উক্ত দলিল পাইতে দিতে সহযোগিতা করলেন কিনা সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন।

স্থান	ক্লাইন্ট ফলো-আপ			
	প্যারালিগ্যালের সংখ্যা	ফলো-আপের সংখ্যা প্যারালিগ্যাল প্রতি	মোট মাস	মোট ফলো-আপ
মোহাম্মদপুর	৩ জন	২	১০	৬০ টি
মিরপুর	৪ জন	২	১০	৮০ টি
সৈয়দপুর	১ জন	২	১০	২০ টি
চট্টগ্রাম	২ জন	২	১০	৪০ টি
ময়মনসিংহ	১ জন	২	১০	২০ টি
খুলনা	৩ জন	২	১০	৬০ টি
মোট	১৪ জন			২৮০ টি

ক্লাইন্ট ফলো-আপ

- **নাম: মো: আশিক ইকবাল**
  ঠিকানা: বাশঁবাড়ী ক্যাম্প, সৈয়দপুর, নীলফামারী
  মোবাইল: ০১৯১৮৭৫৯১২১
  সম্পাদিত কার্য: হলফনামা
  প্যারালিগ্যাল: মো: রুবেল

মো: আশিক ইকবালের জন্ম সনদে তার নাম ভুল ছিলো। সন্তানকে স্কুলে ভর্তির জন্যে জন্ম সনদে নাম ভুল থাকলে পরে সমস্যা হবে জানতে পারলে মো: আশিক জন্ম সনদে তার নাম সংশোধন করার চিনতা করেন। প্যারালিগ্যাল রুবেলের সহায়তায় তিনি জন্ম সনদ বানিয়ে ছিলেন তাই তিনি জানতে এক কাজে প্যারালিগ্যাল তাকে সহায়তা করতে পারবেন। তাই তিনি প্যারালগ্যাল রূপবেলের কাছে যান আর তার জন্ম সনদ সংশোধনে করে দিতে বলেন। প্যারালিগ্যাল রুবেল তার জন্ম সনদ সংশোধনের প্রক্রিয়া তাকে সাথে করে নিয়ে সম্পন্ন করেন।

মো: আশিক জন্ম সনদে তার নাম সংশোধন করতে পেরে অনেক খুশি। তিনি তার সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন ইতিমধ্যে। উক্ত কাজে এখনো কাউকে সহায়তা করতে পারেননি কিন্তু ভবিষ্যতে কাউকে প্রয়োজন হলে নিজে সাহায্য করার চেষ্টা করবেন ।

ক্লাইন্ট ফলো-আপ

- **নাম: সুমাইয়া আক্তার**
  ঠিকানা: ওয়্যারলেস কলোনী, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
  মোবাইল: ০১৬৭৮৪২৩৯১২
  সম্পাদিত কার্য: এস.এস.সি ভোকেশনালে ভর্তিতে সহায়তা।
  প্যারালিগ্যাল: শাহাজাদা হোসেন

সুমাইয়া আক্তার জে.এস.সি এর পরে সরকারী কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু তার জানা ছিলোনা কিভাবে তিনি সরকারী স্কুলে ভোকেশনাল শিক্ষার জন্যে এস.এস.সি.-তে ভর্তি হবেন। তাই তিনি প্যারালিগ্যাল শাহাজাদাকে তার ভর্তির ব্যাপারে অবগত করলে প্যারালিগ্যাল তাকে সাথে করে নিয়ে ভর্তি আবেদন সংগ্রহ থেকে শুরু করে ভর্তি পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সহায়তা করেন।

সুমাইয়া আক্তার ভর্তি হয়ে তার শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে পেরে প্যারালিগ্যালের কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে কাউকে ভর্তির জন্যে কোনো প্রকার সহায়তার প্রয়োজন হলে সুমাইয়া আক্তার তাকে সহায়তা করতে প্রস্তুত আছেন।

ক্লাইন্ট ফলো-আপ

- **নাম: মো: কামাল হোসেন**
  ঠিকানা: ১১/৯, সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
  মোবাইল: ০১৮৫৮২০৩৬৪১
  সম্পাদিত কার্য: ট্রেড লাইসেন্স।
  প্যারালিগ্যাল: কাজল রেখা

  কামাল হোসেন এজজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায়ে আরো মূলধন বিনিয়োগ করে ব্যবসায়ের পরিধি বাড়াতে চান কিন্তু মূলধন না থাকায় তিনি ব্যাংক থেকে ব্যবসায়ীক ঋণ তুলতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ব্যাংক তাকে জানায় ঋন নেওয়ার জন্যে তার ট্রেড লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক। কামাল হোসেন প্যারালিগ্যালএর বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে জানতেন তার এক বন্ধুর কাছে থেকে। তাই তিনি প্যারালিগ্যাল কাজলকে তার সম্পূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরেন এবং প্যারালিগ্যাল কাজল তাকে সাথে করে নিয়ে ট্রেড লাইসেন্স তৈরীর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

  কামাল হোসেন ট্রেড লাইসেন্স যথাসময়ে পেছেন এবং ব্যাংকে ঋনের জন্যে আবেদন করেছেন। ভবিষ্যতে কাউকে ট্রেড লাইসেন্সের প্রয়োজন হলে কামাল হোসেন তাকে নিজেই সহায়তা করতে পারবেন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে ।

ক্লাইন্ট ফলো-আপ

- **নাম: সিরাজ হোসেন**
  ঠিকানা: বাসা-২৯৩, ১ নং ক্যাম্প, খালিশপুর, খুলনা।
  মোবাইল: ০১৬৮৩৭৮৭০৭২
  সম্পাদিত কার্য: পাসপোর্ট
  প্যারালিগ্যাল : নাজ পারভীন

  সিরাজ হোসেন তার শারীরিক অসুস্থতার উন্নত চিকিৎসার জন্যে ভারতে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু ভারতে যাওয়ার জন্যে তিনি পাসপোর্ট কিভাবে বানাবেন সেটা তার জানা ছিলোনা। তিনি জানতে পারলেন যে প্যারালিগ্যাল নাজ তাকে পাসপোর্ট বানাতে সহায়তা করতে পারেন। সে জন্যে তিনি প্যারালিগ্যাল নাজকে তার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করেন। প্যারালিগ্যাল নাজ জনাব সিরাজ কে সাথে করে নিয়ে পাসপোর্টের আবেদন থেকে শুরুকরে টাকা জমা, কাউন্সিলার সত্যায়িত সহ সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন।সিরাজ নির্দিষ্ট সময়ে পাসপোর্ট পেয়ে তার উন্নত চিকিৎসার জন্যে ভারতে যান।

  ভারত থেকে চিকিৎসা নিয়ে সিরাজ এখন সুস্থ আছেন ও প্যারালিগ্যালের সহায়তা পেয়ে অনেক সন্তুষ্ট আছেন। তার মতে, প্যারালিগ্যাল না থাকলে তিনি সহজে পাসপোর্ট পাইতেন না এবং পাসপোর্ট বানানোর প্রক্রিয়া ও শিখতে **পারতেন না**। বর্তমানে তিনি তার বন্ধু শিমুলকে পাসপোর্ট বানাতে সহায়তা করেছেন নিজে।

জানুয়ারি’২০২০ থেকে ডিসেম্বর' ২০২০ মাঠ পর্যায়ে দৈনিক সচেতনতামূলক

ঢাকার - (মোহাম্মদপুর ও মিরপুর), খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম এবং সৈয়দপুরের কর্ম এলাকায় বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রকল্পের এক বছরের মধ্যে **৮,৭৯৬টি** পরিবারের **বালিকা/নারী ২০,৮৩৬** জন ও **বালক/ পুরুষ ২১,২৯০** জন মোট **৪২,১২৬** জন সদস্যকে আউটরিচ করা হয় মাঠ পর্যায়েআউটরিচের সময় পরিবারের উপস্থিত নারী, পুরুষ, বালক ও বালিকাদেরকে নাগরিকের অধিকার ও সুনাগরিকের দায়িত্ব্য কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়, কমিশনার সার্টিফিকেট,জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, বাল্য বিবাহ।সাধারণ আইন যেমনঃ জিডি, দেওয়ানী মামলা, ফৌজদারী মামলা, পুলিশ কেইস পিটিশন কেইস এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের গুরুত্বও ইহার ব্যবহার সম্পর্কে ক্যাম্পবাসীদের অবহিত করা হয়।

স্থান	উপকারভোগী (মাঠ পর্যায়ে)			
	পরিবারের সংখ্যা	বালিকা/নারী	বালক/ পুরুষ	মোট
মোহাম্মদপুর	২৫০২	৫৯৮৭	৬৮৯৬	**১২৮৮৩**
মিরপুর	১২৮৩	৩১০৫	৩০১৭	**৬১২২**
সৈয়দপুর	২১৪৩	৫২৩৫	৫০০২	**১০২৩৭**
চট্টগ্রাম	১৫৩০	৩৪৬৯	৩৫৮০	**৭০৪৯**
ময়মনসিংহ	৮৭৫	১৯৭৮	১৮৮৯	**৩৮৬৭**
খুলনা	৪৬৩	১০৬২	৯০৬	**১৯৬৮**
মোট	**৮,৭৯৬**	**২০,৮৩৬**	**২১,২৯০**	**৪২,১২৬**

কোভিড-১৯ সচেতনতা মিটিং-২০২০

প্যারালিগ্যালরা মিরপুর, মোহাম্মদপুর ও ময়মনসিংহের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এবং রেড জোন অঞ্চলে কোভিড -১৯ এ সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করে। এই উঠান বৈঠকের মাধ্যমে তারা সামাজিক দূরত্ব ইস্যু, হাত ধোয়া, মাস্ক ব্যবহার এবং জনবহূল স্থানগুলি এড়িয়ে যাওয়ার বার্তাটি পৌছেঁ দিতে সাহায্য করেন। তারা কোভড -১৯ ভ্যাকসিনের গুাংত্বও বর্ণনা করেছেন।

কোভিড-১৯ সচেতনতা মিটিং-২০২০						
স্থান	সংখ্যা	উপকারভোগী				মোট
		পুরুষ	নারী	বালক	বালিকা	
মোহাম্মদপুর	৪	০	৪৮	০	১২	৬০
মিরপুর	১৫	০	১৯৭	৫	২৩	২২৫
ময়মনসিংহ	২	০	২০	২	১৮	৪০
মোট	২১	০	২৬৫	৭	৫৩	৩২৫

আল-ফালাহ বাংলাদেশ ও কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ-এর অংশীদারীত্ব প্রকল্প

Community-Led Development of Urdu-Speaking 'Bihari' Camps - November, 2020

এই প্রকল্পের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে ক্যাম্পে বসবাসরত উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীকে তাদের ভূমির অধিকার সুরক্ষিত করা এবং তাদের আবাসন ও অবকাঠামো উন্নীত করা।২০১৯ এর শেষের দিকে শুরু করে, আমাদের প্রথম পর্যায়ে যুব, মহিলা এবং ক্যাম্পের কর্মকর্তাদের ফোকাস গ্রুপপগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে তারা এই বিষয়গুলি সম্পর্কে তাদের বেসলাইন চিন্তাসমূহ শুনতে পারেন এবং ক্যাম্পের কিছু মৌলিক সামাজিক এবং শারীরিক ম্যাপিং শুরু করুন।২০২০ সালে, দ্বিতীয় পর্যায় চলাকালীন আমরা একটি পারিবারিক আদমশুমারি আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিচালনা করি এবং ব্লক নেতৃবৃন্দ ও প্রকল্প উপদেষ্টাদের একটি সমর্থন নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টার প্রসার ঘটাই।এই প্রস্তুতিমূলক কাজ তৃতীয় ধাপে চলবে, ২০২১ সালে, যেখানে আমরা আমাদের সমীক্ষার ফলাফলগুলি ব্লক মিটিংয়ে সম্প্রদায়ের কাছে রিপোর্ট করবো এবং তাদের ধারণাগুলি নিয়ে আরও আলোচনা করবো, ক্যাম্পের আবাসন এবং অবকাঠামোর আমাদের ভূ-রেফারেন্সকৃত মানচিত্রের বিশদ বিবরণ নিয়ে কাজ করবে এবং সম্প্রদায়ের নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের সাফল্য প্রদর্শনের জন্য ছোট প্রকল্পগুলি শুরু করবে।সম্প্রদায়কে অনুঘটক করার পর আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে একটি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (যেমন একটি কমিউনিটি ল্যান্ড ট্রাস্ট) প্রতিষ্ঠা করবো এবং কমিউনিটি বাসিন্দাদের জমির শিরোনাম হস্তান্তরের সুবিধার্থে আপগ্রেড করার প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেব।পরবর্তী পর্যায়গুলিতে নির্দিষ্ট তহবিল প্রাথমিকভাবে কমিউনিটি বাসিন্দাদের দ্বারা অর্থায়ন করা হবে জমি অধিগ্রহণের জন্য।

“We are extricating ourselves from a system that insulted our common humanity by dividing us from one another on the basis of race and setting us against each other as oppressed and oppressor. That system committed a crime against humanity.”

-*Nelson* Mandela

১/৭, ব্লক-এফ, ১/৭, আজিজ মহল্লা, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল নং : ০১৯১১-৪৭৯০৭৩
ই-মেইলঃ ***info@com-bd.org*** , ওয়েবঃ ***www.com-bd.org***